প্রস্তাবিত চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬

[চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬]

The Chittagong Development Authority Ordinance, 1959 রহিতক্রমে সংশোধনীসহ উহা পুন:প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু, "The Chittagong Development Authority Ordinance, 1959" (Ordinance No. LI of 1959) এবং তৎপরবর্তী সংশোধনীসমূহ রহিতক্রমে সংশোধনীসহ উহার পুন:প্রণয়নের মাধ্যমে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে। সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

(২) ইহার আওতা চট্টগ্রাম মহানগরীর জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনায় (মাস্টারপ্ল্যান) চিহ্নিত ও নির্ধারিত সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিবে। তবে সরকার সময়ে সময়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন এর আওতা অথবা ইহার যেকোন অনুবিধি উক্ত প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্টকৃত একই মহানগরীর সন্নিহিত অন্যান্য এলাকায়ও বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, সময়ে সময়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা চট্টগ্রাম মহানগরীর ও উহার সন্নিহিত অন্য যে সমস্ত এলাকার জন্য যেই তারিখ নির্ধারণ করিবেন, সেই সমস্ত এলাকার জন্য সেই তারিখ হইতে উক্ত ব্যবস্থা কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞাসমূহ।-এই আইনে বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে-

(ক) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে;

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ৩ ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(ঘ) "নিয়ন্ত্রিত এলাকা" অর্থ একটি এলাকা, যে এলাকাকে ২০ ধারা বলে 'নিয়ন্ত্রিত এলাকা' হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে;

(ঙ) "ভূমি" বুঝাইতে ভূমি হইতে উদ্ভূত সকল সুবিধা এবং ভূমি সংযুক্ত বস্তুসমূহ অথবা ভূমিসংলগ্ন কোন কিছুর উপর স্থায়ীভাবে আবদ্ধ বস্তুকে বুঝাইবে;

(চ) "সদস্য" অর্থ কর্তৃপক্ষের সদস্য;

(ছ) "সিটি কর্পোরেশন" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে গঠিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে বুঝাইবে;

(জ) "প্রজ্ঞাপন" অর্থ 'সরকারি গেজেট' এ প্রকাশিত "প্রজ্ঞাপন" বুঝাইবে;

(ঝ) "পৌরসভা" অর্থ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) এর অধীনে গঠিত চট্টগ্রাম জেলার ঐ সকল পৌরসভা যাহাদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য;

(ঞ) "তহবিল" অর্থ ৩৬ ধারার অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষের তহবিল;

(ট) "মহাপরিকল্পনা" অর্থ চট্টগ্রাম মহানগর ও তৎসন্নিহিত কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রিত এলাকাকে পরিকল্পিতভাবে গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে পরিবেশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এলাকাভিত্তিক বা সমগ্র এলাকার বিষয়ভিত্তিক বা সার্বিক পরিকল্পনা বুঝাইবে; স্ট্রাকচারপ্ল্যান, মাস্টারপ্ল্যান ও ডিটেইলড এরিয়াপ্ল্যান এর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঠ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (১৯৫৯ সালের ৫১ নম্বর অধ্যাদেশ) এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানকেও বুঝাইবে;

(ড) "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ (১) এ সংজ্ঞায়িত কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ;

(ঢ) "সচিব" বলিতে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নিয়োগকৃত কর্তৃপক্ষের সচিবকে বুঝাইবে ;

(ণ) "অথরাইজড অফিসার" অর্থ কর্তৃপক্ষের এক বা একাধিক অফিসার, সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে তারিখ ঘোষণা করিবে সেই তারিখ হইতে "The Building Construction Act,1952 (Act II of 1953)" এর clause (a) of section 2 বা এই আইনের স্থলাভিষিক্ত পরিবর্তিত আইন অনুযায়ী অথরাইজড অফিসার হিসাবে বিবেচিত হইবেন;

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩। কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর "চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ-১৯৫৯" বলে প্রতিষ্ঠিত 'চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' এই আইন দ্বারা গঠিত হইবে।

(২) এই কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর বা অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার বা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজ নাম ব্যবহারে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। কর্তৃপক্ষের গঠন।-(১) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত অত্র কর্তৃপক্ষের একজন 'চেয়ারম্যান' থাকিবেন এবং নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে ঃ

(ক) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান

(খ) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত ৫ (পাঁচ) জন সার্বক্ষণিক সদস্য, যথা :-

(১) সদস্য (প্রশাসন ও আইন);

(২) সদস্য (এস্টেট ও ভূমি);

(৩) সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন);

(৪) সদস্য (পরিকল্পনা);

(৫) সদস্য (অর্থ, হিসাব, নিরীক্ষা ও বাজেট);

(গ) জেলা প্রশাসক এর প্রতিনিধি;

(ঘ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন উপসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি যিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নীচের পদমর্যাদার নহেন;

(চ) চট্টগ্রাম ওয়াসার একজন প্রতিনিধি;

(ছ) বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্ব) এর প্রধান প্রকৌশলীর প্রতিনিধি;

(জ) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলর ২(দুই) জন যাহারা মেয়র কর্তৃক মনোনীত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত;

(ঞ) চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্তৃক মনোনীত তিনজনের প্যানেল হইতে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন প্রতিনিধি;

(ট) এই আইনের আওতাধীন এলাকায় বসবাসরত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৪ জন বিশিষ্ট নাগরিক, তন্মধ্যে নূন্যতম একজন মহিলা।

(২) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি-

(ক) এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান এর বিধান অনুসারে কর্তৃপক্ষের প্রশাসন পরিচালনার জন্য দায়ি থাকিবেন; এবং

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঝ) (ঞ) ও (ট) তে উল্লিখিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য, স্বীয় পদে বহাল থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, প্রয়োজনবোধে, যে কোন সময় উক্ত দফা (ঝ) (ঞ) ও (ট) তে উল্লিখিত মনোনীত সদস্যগণকে মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) চেয়ারম্যান এবং উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য প্রেষণে নিযুক্ত হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি একাধিক্রমে বা অন্য কোনভাবে দুই মেয়াদের বেশি সময়ের জন্য চেয়ারম্যান বা সার্বক্ষণিক সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(৬) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এই আইন ও ইহার অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত, অর্পিত বা ন্যস্তকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন। ইহাছাড়া সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৭) পদাধিকার বলে নিয়োজিত সদস্যগণ ব্যতিত, চেয়ারম্যান এবং উপ-ধারা (১) এর দফা (ঝ) (ঞ) ও (ট) তে উল্লিখিত সদস্যগণ অথবা অন্যকোন সদস্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন দ্বারা পদত্যাগ করিতে পারিবেন। তবে সরকার কর্তৃক পদত্যাগ পত্র গ্রহণ না করা পর্যন্ত এইরূপ পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

(৮) সরকার কোন কারণ উল্লেখ না করিয়া লিখিত আদেশের মাধ্যমে পদাধিকার বলে নিযুক্ত সদস্যগণ ব্যতিত অন্যান্য সদস্য বা চেয়ারম্যানের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবে।

(৯) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষের কোন সদস্য চেয়ারম্যানরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পারিশ্রমিক ও চাকুরির শর্ত।- (১) চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত মাসিক বেতন ও ভাতা পাইবেন এবং সরকার তাঁহার চাকুরির শর্ত নির্ধারণ করিবে এবং তিনি অত্র আইন ও ইহার তদধীন বিধি মোতাবেক দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন।

(২) কর্তৃপক্ষের সভায় যোগদানের জন্য প্রত্যেক সদস্য কর্তৃপক্ষের তহবিল হইতে প্রতি সভার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি অথবা ভাতা প্রাপ্ত হইবেন।

৬। **অযোগ্যতা ও অপসারণ**।- (১) কোন ব্যক্তি সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারিবেন না যিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়া উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অন্যূন ০৬ (ছয়) মাস বা তদুর্ধ্ব মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং কারাবাস হইতে মুক্তি লাভের পর ০৫(পাঁচ) বৎসর সময় অতিক্রান্ত না হন;া

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;

(ঘ) নাবালক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি হন ;

(ঙ) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(চ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপী হিসাবে ঘোষিত হন;

(ছ) কর্তৃপক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন পেশা বা ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত হন।

(২) এই ধারার অধীন অপসারিত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সার্বক্ষণিক সদস্য হিসাবে বা সরকারের বা সরকারি সংস্থার বা কর্তৃপক্ষের অন্য কোন পদে নিয়োজিত বা পুন:নিয়োজিত হইতে পারিবেন না।

কর্তৃপক্ষের সভা

৭। **কর্তৃপক্ষের সভা**।- (১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) চেয়ারম্যান, কর্তৃপক্ষের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তদকর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষের সভায় কোরামের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) প্রতি ৩ (তিন) মাসে কর্তৃপক্ষের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন সময় জরুরি সভা আহ্বান করা যাইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৬) কেবল কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কর্তৃপক্ষ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কর্তৃপক্ষের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হইবার অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট উহার অনুলিপি প্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) সরকার বোর্ড সভার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য একজন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

৮। পরামর্শ ও সহযোগিতা।- কর্তৃপক্ষ উহার সভার নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম বা কর্তৃপক্ষের কার্য সম্পাদনে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, সদস্য নন অথচ উক্তরূপ কাজে অভিজ্ঞ এইরূপ কোন ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের পরামর্শ বা সহযাগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৯। কমিটি গঠন।- কর্তৃপক্ষ সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা উহার কার্যাবলি সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১০। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(১) ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(২) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ণের নিমিত্ত ভূমি জরিপ ও সমীক্ষা, গবেষণা পরিচালনা এবং তদসংশ্লিষ্ট সকল প্রকার তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(৩) ভূমির উপর যে কোন প্রকৃতির অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল ও নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলি গ্রহণ;

(৪) পর্যটনশিল্পের বিকাশসহ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় গৃহায়ন ও আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যটন কেন্দ্রিক আবাসিক, বাণিজ্যিক, বিনোদন, শিল্প বা এতদ্সম্পর্কিত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পৃথক পৃথক এলাকার অবস্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহার কার্যকর বাস্তবায়ন;

(৫) সড়ক, মহাসড়ক, নৌপথ, রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন;

(৬) কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বিধি বহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বা অপসারণ;

(৭) অপরিকল্পিত, অপ্রশস্ত ও ঘিঞ্জি বসতি অপসারণক্রমে নতুন আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং উক্ত এলাকার বাসিন্দাগণের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) নিম্নবিত্ত, বস্তিবাসী এবং গৃহহীনদের আবাসন সমস্যার অগ্রাধিকার বিবেচনায় রাখিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহার বাস্তবায়ন;

(৯) উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে এইরূপ কোন এলাকার জন্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি এবং উক্ত এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন বা কোন ইমারত বা স্থাপনার পরিবর্তনের উপর অনধিক এক বৎসর পর্যন্ত বিধি-নিষেধ আরোপ;

(১০) আধুনিক ও আকর্ষণীয় নগর পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা তৈরি এবং উহার ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ;

(১১) পর্যাপ্ত সংখ্যক বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনী তৈরি;

(১২) কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ বা বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে দেশি-বিদেশি বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পরামর্শ বা সহযাগিতা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(১৩) দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি, সরকারি বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(১৪) কোন উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন এবং বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান;

(১৫) সরকারের পূর্বানুমাদনক্রমে ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিদেশি সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ;

(১৬) আধুনিক ও নগর সংক্রান্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের আয়োজন;

(১৭) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন ;

(১৮) জনকল্যাণমূলক যেকোন টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(১৯) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ, নগরায়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধ, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, খাল ও নালা নর্দমার উন্নয়ন, উড়াল সেতু, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, ট্রাম, মেট্রোরেল খাতে উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(২০) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্প সরকার কর্তৃক সময় সময় কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন।

১১। চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা।- (১) অত্র আইনের যে কোন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাধনের জন্য কর্তৃপক্ষ যাহা প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, সেই ধরনের চুক্তিসমূহ সম্পাদন করিতে পারিবে। এই রকম প্রত্যেকটি চুক্তি কর্তৃপক্ষের পক্ষে চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।
(২) উক্ত আইনের উদ্দেশ্যসাধনার্থে যে কোন অংকের টাকার প্রত্যেকটি প্রাক্কলন, কাজের সকল স্পেসিফিকেশন, দ্রব্যাদি ও মালামাল যাহা সরবরাহ করা হইবে তাহার নমুনা উপ-ধারা (১) মোতাবেক চুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী চেয়ারম্যান বা প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।
(৩) কোন চুক্তি বা প্রাক্কলনের প্রত্যেকটি তারতম্যের অথবা বাতিলের এমন কি মূল চুক্তি বা প্রাক্কলনের ক্ষেত্রেও উপ-ধারা (১) ও (২) প্রযোজ্য হইবে।
(৪) কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সকল চুক্তিতে কর্তৃপক্ষের কমন সিল ব্যবহৃত হইবে এবং প্রত্যেকটি চুক্তি লিখিতভাবে হইতে হইবে এবং যাবতীয় চুক্তি সিলমোহরযুক্ত হইতে হইবে।

১২। টেন্ডার।- (১) ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় দরপত্র 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস' এর বিধান অনুসারে সম্পন্ন করিতে হইবে।
১৩। সরকারের নিকট দলিলপত্র ও তথ্য সরবরাহ।- (১) সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী চাহিত যে কোন কাগজপত্র বা দলিল কর্তৃপক্ষ বা চেয়ারম্যান সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।
(২) সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
সংস্থাপন

১৪। কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিয়োগ।- (১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক কর্তৃপক্ষ, ইহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) সরকার বা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে জনস্বার্থে কোন বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই ধরনের বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টার ভাতা বা সম্মানি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

(৩) অত্র আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা দ্বারা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর শাস্তি ও আপিল সংক্রান্ত বিষয়াবলি নির্ধারিত হইবে।

১৫। ক্ষমতা অর্পণ।-(১) কর্তৃপক্ষ, এই আইন বা উহার অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন উহার কোন ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান অথবা সদস্য অথবা সচিবকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান, এই আইন বা উহার অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী, তাহার উপর অর্পিত, উপ-ধারা (১) এর অধীন চেয়ারম্যানকে প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতিত, যে কোন ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের যে কোন সদস্য বা সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৬। কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গণকর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন।-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, পরামর্শক ও অন্যান্য কর্মচারীগণ এই আইনের বিধান অনুসারে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে The Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 22 এর অর্থানুযায়ী গণকর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কোন কার্যের জন্য সরকার, কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্য, কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোন আইনগত কাযক্রম বা কার্যধারা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
মাস্টারপ্লান

১৭। মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাক্-প্রকাশনা, চূড়ান্ত প্রকাশ, ইত্যাদি।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব, উহার আওতাভুক্ত এলাকার সমন্বয়ে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে, যথা-

(ক) নৌ, বিমান, রেল, সড়ক ও মহাসড়কে যান চলাচলের গতি-প্রকৃতি, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং এতদ্সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(খ) পানি সরবরাহ, সংরক্ষণ, পয়ঃপ্রণালী ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা;

(গ) বিভিন্ন সরকারি অফিস, সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা কেন্দ্র, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, উদ্যান, উন্মুক্ত স্থান, জলাশয় এবং বিনোদনমূলক ব্যবস্থা, পর্যটন তথ্য কেন্দ্র, স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র, বয়স্ক পুনবার্সন কেন্দ্র, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, ইত্যাদির জন্য ভূমি সংরক্ষণসহ উহার অবস্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ;

(ঘ) আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকার অবস্থান নির্ধারণ, সংরক্ষণ এবং এতদ্সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(ঙ) মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ ভূমি চিহ্নিতকরণ ও উহার অবস্থান নির্ধারণ;

(চ) ভূমি ব্যবহার, জোনিং এবং প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপ অনুসরণ করিয়া ভূমি সংরক্ষণ;

(ছ) সৌর-বিদ্যুৎসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ এবং এতদ্সংক্রান্ত বিষয়াদি;

(জ) দীর্ঘমেয়াদী ও আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্বলিত নগরায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প, ধারাবাহিক উন্নয়ন, নিয়মিত সংস্কার এবং এতদ্সংক্রান্ত বিষয়াদি; এবং

(ঝ) আধুনিক পর্যটন ও বাণিজ্যিক নগরী গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য আধুনিক সুবিধাদি।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত মহাপরিকল্পনা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেট, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট, কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ওয়েব সাইট এবং বহুল প্রচারিত ২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উহার প্রাক্-প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাক্-প্রকাশিত মহাপরিকল্পনার বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে উহা প্রাক্-প্রকাশের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ, প্রাপ্ত আপত্তি বা পরামর্শ বিবেচনা করিয়া উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাক্-প্রকাশের তারিখ হইতে অনধিক ১০৫ (একশত পাঁচ) দিনের মধ্যে সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উক্ত মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৫) সরকার, উপ-ধারা (৪) এর অধীন মহাপরিকল্পনা প্রাপ্ত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উহা অনুমোদন করিবে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহার চূড়ান্ত প্রকাশ করিবে।

১৮। **মহাপরিকল্পনা সংশোধন, ইত্যাদি**।- (১) কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সময় সময় মহাপরিকল্পনা সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং তৎপরবর্তী সকল সরকারি বা বেসরকারি উন্নয়ন ও নির্মাণ কার্যক্রম উক্ত সংশোধন বা পরিবর্তন মোতাবক বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

(২) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন অথবা উহার কোন সংশোধন বা পরিবর্তন অনুমোদিত হইবার পূর্বে বা পরে, উহা সম্পর্কে কোন আদালতে আইনগত প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না ।

১৯। **মাস্টারপ্ল্যানের ব্যতিক্রম করত জমির ব্যবহারের অনুমতি** ।- (১) অনুমোদিত মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত জমির ব্যবহার না করিয়া যদি কেহ অন্য কোন উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে ঐ ধরনের অনুমতি প্রদানের জন্য তিনি লিখিতভাবে চেয়ারম্যান বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন।

(২) যদি চেয়ারম্যান কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপে প্রার্থিত অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তবে তিনি চেয়ারম্যানের অস্বীকৃতির ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২)-এ উল্লেখিত আপিলের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

২০। **নিয়ন্ত্রিত এলাকা** ।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি মারফত যে কোন এলাকাকে নিয়ন্ত্রিত এলাকা ঘোষণা করিয়া 'মহাপরিকল্পনা' এর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে এবং এই ধরনের এলাকার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যাহা যোগ্য ও যথাযথ বিবেচনা করে, সেই রকম নির্দেশনা দিতে পারিবে এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় কার্যক্রম গ্রহণ করত ঐ এলাকায় নিম্নমানের ও অপরিকল্পিত কলোনি স্থাপন, দালান নির্মাণ বা দালান সংস্কার ইত্যাদি ও উন্নয়ন-নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনে যে কোন ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে পারিবে।

২১। **সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা ও ইহার অবস্থান** ।- (১) কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত যে কোন এলাকাকে যা ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষের প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজন হইবে এরুপ এলাকার জমির মালিককে লিখিত নোটিশ ও শুনানি নেওয়ার পর সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত সংরক্ষিত এলাকায় কোন অবকাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

উন্নয়ন পরিকল্পনা

২২। **উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।-** (১) কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনার ভিত্তিতে ইহার আওতাভুক্ত কোন এলাকার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত করিয়া উহা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ ইহার নিজস্ব ওয়েবসাইটে বা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কারিয়া বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রকাশ করিবে। প্রকল্প এলাকায় দৃশ্যমান সাইনবোর্ডে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ প্রদর্শন করিবে।

(৪) কোন উন্নয়ন বা জনকল্যাণমূলক কাজ বাস্তবায়নকালীণ কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত কোন রাস্তায় বা উহার অংশবিশেষে যানবাহন বা জনসাধারণের চলাচলের উপর কর্তৃপক্ষ সাময়িক বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (৩) এর অধীন সাময়িক বিধি-নিষেধ আরোপের বিষয়টি স্থানীয় জনসাধারণকে অবহিত করিবে যাহাতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলের জনসাধারণ এবং বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়।

(৬) প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভূমির বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে প্রকল্প প্রণয়ন করিতে হইবে।

২৩। **উন্নয়ন প্রকল্প সংশোধন**।- কোন উন্নয়ন প্রকল্প অনুমাদিত হইবার পর কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহা সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করিতে পারিবে।

২৪। **কতিপয় উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর বিধি-নিষেধ।— (১)** এই আইন কার্যকর হইবার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এলাকার মধ্যে উহার কোন অংশ কোন ব্যক্তি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারি বা বেসরকারি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি সাধারণভাবে কোন ধরনের রাস্তাঘাট ও ইমারত নির্মাণ, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে না।

(২) নদী নালা, খাল বিল, জলাশয় ভরাট করে বা এর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যহত করিয়া কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না।

(৩) পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এমন কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখিয়া প্রকল্প প্রণয়ন করিতে হইবে।

২৫। জনস্বার্থে মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।- (১) ধারা ২০ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ণের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, জনস্বার্থে, কোন মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প অবাস্তবায়িত থাকাবস্থায় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইলে উক্ত মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

২৬। স্থানীয় পরিকল্পনা।- (১) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, নৌ, বিমান, সড়ক ও রেল যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ বা অন্য কোন সংস্থার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা কোম্পানি মহাপরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উহাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের জন্য উন্নয়ন ও নির্মাণ পরিকল্পনা সম্পর্কিত স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং উহা অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত স্থানীয় পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে অনুমোদন করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি সরকারকে প্রেরণ করিবে।

২৭। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে যে সকল বিষয়বস্তুর সংস্থান থাকিতে হইবে।- (১) এই আইনের আওতাধীন এলাকায় বা উহার কোন অংশে প্রায়োগিক মহাপরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ণ করিবে এবং সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবে, উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পে গৃহায়নসহ প্রস্তাবিত উন্নয়ন, লিখিত প্রতিবেদন, পূর্ত কাজের বিবরণ, প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রস্তাবিত অর্থের সংস্থান অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রস্তুত ও দাখিলকৃত উন্নয়ন প্রকল্পে নিম্নোক্ত সকল বা যে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা-

(ক) কর্তৃপক্ষের বিবেচনামতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে অথবা প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, প্রকল্পভুক্ত এলাকার এইরূপ জমি অধিগ্রহণের বিষয়;

(খ) উক্ত এলাকার জমির বিন্যাস ও পুনবিন্যাস করা;

(গ) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে, এমন প্রস্তাবিত অধিগ্রহণযোগ্য এলাকায় অবস্থিত ইমারতের ধ্বংসকরণ, পরিবর্তন ও পুনর্নির্মাণ;

(ঘ) বিক্রির জন্য ব্যতিত এই আইনের অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে এই আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণভাবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করে এমন কোন ইমারত নির্মাণ;

(ঙ) সর্বজনীন সড়ক, নর্দমা, পয়ঃনিষ্কাশন, পানি সরবরাহের পাইপ লাইন, সেতু, গলি, টেলিফোন লাইন, ইন্টারনেটের গ্লাসফাইবার লাইন, বৈদ্যুতিক লাইন, গ্যাস লাইন ও কালভার্টের বিন্যাস বা পরিবর্তন;

(চ) উক্ত সর্বজনীন সড়ক সমতলকরণ, পাকাকরণ, পাথরকুচি বিছানো, পাথর বসানো, সংযোগকরণ, পয়ঃসংযোগ ও নর্দমার ব্যবস্থাকরণ এবং পানি সরবরাহ, আলোকিতকরণ এবং সাধারণভাবে সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ সংস্থান করে এমন স্যানিটারি সুবিধাদি;

(ছ) প্রকল্পভুক্ত এলাকার ভূমি ভরাট করা, নিচু করা ও সমতল করা;

(জ) উন্মুক্ত গণস্থান তৈরি, সংরক্ষণ, বর্ধিতকরণ ও উন্নয়ন;

(ঝ) বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সমৃদ্ধিকরণ অথবা পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অন্য কোন প্রকল্প;

(ঞ) নির্গমনদ্বারসহ নর্দমা ও পয়ঃনিষ্কাষণ প্রকল্প;

(ট) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ উপ-কেন্দ্র ও ইলেক্ট্রিক সাব-স্টেশন, বাস, ট্যাক্সি ও রিক্সা স্ট্যান্ড এবং বাজার নির্মাণের স্থান অধিগ্রহণ করিয়া উক্ত উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত রাখা; এবং

(ঠ) এই আইনের বিধানের সহিত সংগতিপূর্ণ অন্য যে সকল বিষয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ বলিয়া মনে করে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে দাখিলকৃত উন্নয়ন প্রকল্প সরকার পরিবর্তনসহ বা পরিবর্তন ব্যতিত অনুমোদন করিতে পারিবে।

২৮। জমির ব্যবহারের ধারাবাহিকতা বন্ধ করা, পরিবর্তন বা অপসারণ করা।- কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুসারে কোন জমি, ভবন, শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জমি ব্যবহারের ধারাবাহিকতা বন্ধ, পরিবর্তন বা অপসারণের আদেশ দিতে পারিবে।

২৯। উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বারা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গের পুনর্বাসন।- (১) এই আইনের আওতায় উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নকালে কেউ সরাসরি বাস্তুচ্যুত হইলে কর্তৃপক্ষ তাহার বা তাহাদের যথাযথ ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা করিবে।

৩০। রাস্তার প্রশস্ততা ।- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পিত কিংবা পরিবর্তিত কোন রাস্তার প্রশস্ততা নিম্নোক্ত মাপের কম হইবে নাঃ-
(ক) যানবাহন চলাচলের জন্য প্রধান রাস্তার প্রস্থ- ৬০ বা তদুর্ধ্ব
(খ)যানবাহন চলাচলের জন্য সেকেন্ডারি রাস্তার প্রস্থ-৪০ বা তদুর্ধ্ব
(গ) শুধুমাত্র লোক চলাচলের রাস্তা- ২৫
তবে শর্ত থাকিবে যে-
(১) কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে বর্তমানে স্থিত রাস্তার প্রস্থ অত্র ধারা মোতাবেক বর্ধিত করা বাস্তবে সম্ভবপর নয়, তাহা হইলে উহা বর্ধিত করিতে হইবে না ; এবং
(২) যদি কর্তৃপক্ষ ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, পয়ঃনিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে সার্ভিস-ওয়ে স্থাপন করিতে চায় সেইক্ষেত্রে রাস্তার প্রশস্ততা ২ ৫´ এর স্থলে যে কোন পরিমাপে কমাইতে বাধা হইবে না ।
৩১। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ভূমি ও ইমারত ন্যস্তকরণ।- (১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন কোন ভূমি, ইমারত, রাস্তা, চত্বর বা উহার কোন অংশ বিশেষ কর্তৃপক্ষের কোন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন ভূমি উন্নয়নে প্রয়োজন হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত ভূমি, ইমারত, রাস্তা বা উহার অংশবিশেষ উহার অধীন ন্যস্ত করিবার জন্য উক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নোটিশ প্রদান করিবে এবং তদানুসারে সরকারের অনুমোদনক্রমে বা বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ভূমি, ইমারত, রাস্তা, চত্বর বা উহার অংশ বিশেষ কর্তৃপক্ষের অধীন ন্যস্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কর্তৃপক্ষের কোন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন ভূমি উন্নয়নের জন্য কোন রাস্তা, চত্বর বা উহার কোন অংশ বিশেষ কর্তৃপক্ষের অধীন ন্যস্ত হইলে উক্ত রাস্তা, চত্বর বা উহার কোন অংশ বিশেষের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে না।
(৩) রাস্তা, চত্বর বা উহার অংশ বিশেষ ব্যতীত অন্য কোন ভূমি বা ইমারত উপ-ধারা (১) এর অধীন কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত হইলে, যে উদ্দেশ্যে উক্ত ভূমি বা ইমারত অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল সেই একই উদ্দেশ্যে উন্নয়ন বা ব্যবহার করা হইলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত উদ্দেশ্য ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে উন্নয়ন বা ব্যবহার করা হইলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।
৩২। সমাপ্ত প্রকল্পের অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিকট ন্যস্তকরণ।- মহাপরিকল্পনা বা মধ্য ও স্বল্পমেয়াদী কোন প্রকল্পের কাজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমাপ্ত হইবার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত প্রকল্পের অধীন সমাপ্ত অবকাঠামো যথা, উদ্যান, রাস্তা, নর্দমা এবং অনুরূপ অন্যান্য সেবা ও সুবিধাসমূহ স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিকট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ন্যস্ত করিতে পারিবে।

৩৩। সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন প্রকল্প বা সম্পত্তি হস্তান্তর।- (১) সরকার, কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে সরকার বা সরকারি কোন সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বা অনুমাদিত কোন উন্নয়ন প্রকল্প এবং সরকারের মালিকানাধীন কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি, নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের বরাবরে হস্তান্তর করিতে পারিবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন হস্তান্তরিত কোন উন্নয়ন প্রকল্পের অবাস্তবায়িত কার্য পূর্ববর্তী অনুমোদিত আকারে অথবা, প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষের মহাপরিকল্পনা বা উন্নয়ন প্রকল্পের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা যাইবে।

জরিপ

৩৪। জরিপ করার ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে কর্তৃপক্ষ যখনই প্রয়োজন ও যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিবে, তখনই জমির জরিপ করাইতে পারিবে ; অথবা প্রয়োজনীয় অর্থ খরচের মাধ্যমে অন্য যে কোন সংস্থার মাধ্যমে জরিপ করাইতে পারিবে।

৩৫। প্রবেশাধিকার।- (১) কর্তৃপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনে চেয়ারম্যান নিজে অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তার প্রতিনিধি জরিপের উদ্দেশ্যে তার এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় যে কোন জমির উপর বা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবে।

৫ম অধ্যায়

অর্থ

৩৬। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল।- (১) কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত "চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল" যাহা অতঃপর "তহবিল" হিসাবে উল্লেখিত হইবে, সেই নামে একটি তহবিল থাকিবে, যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইহার চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, অফিসারগণ ও অন্যান্য কর্মচারীগণের বেতন, ভাতা ইত্যাদি পরিশোধকল্পে আইন মোতাবেক কার্যনির্বাহের জন্য সকল ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।

(২) উক্ত তহবিল নিম্নরূপ উৎস হইতে গঠিত হইবে ঃ-

(ক) যে কোন সরকারি, বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অনুদান বা যে কোন অর্থ।

(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও উক্ত অনুদানের উপর অর্জিত ব্যাংক সুদ।

(গ) সরকার বা ব্যংক বা অন্য কোন উৎস থেকে গৃহীত ঋণ।

ঘ) সরকার কর্তৃক বিশেষ বা সাধারণ খাতে মঞ্জুরকৃত প্রাপ্ত ঋণসমূহ।

(ঙ) সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্ত-সাপেক্ষে অনুমোদিত 'উন্নয়ন ঋণ তহবিল' হইতে প্রাপ্ত ঋণ এবং বৈদেশিক সাহায্য ; এবং

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণসহ যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(ছ) উন্নয়নসহ সকল প্রকল্পের অনুকূলে সরকার হইতে প্রাপ্ত অনুদানের কিংবা বৈদিশিক ঋণের টাকার উপর অর্জিত ব্যাংক সুদ এবং সকল প্রকার জামানতের উপর অর্জিত ব্যাংক সুদ।

৩৭। সিটি কর্পোরেশন হইতে প্রাপ্ত অনুদান।- কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহ আইনের বিধান অনুযায়ী ইমারতের বার্ষিক মূল্যায়নের উপর ১.৫% হারে অনুদান প্রদান করিবে।

ঋণ

৩৮। কর্তৃপক্ষের ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা।- নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুদের হারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং সময় ও পরিশোধের পদ্ধতি সম্বলিত শর্তাবলি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে। ঋণকৃত অর্থ কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করিতে হইবে।

৩৯। ধারকৃত অর্থের ব্যবহার।- গৃহীত ঋণ সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিত অন্য কোন খাতে বা উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে না।

বাজেট প্রাক্কলন

৪০। বাজেট।- (১) সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহারও উল্লেখ থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বার্ষিক বাজেট বিবরণীর যথার্থতা সম্পর্কে উত্থাপিত যে কোন প্রশ্ন উহার প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখিয়া অর্থ বিভাগের সহিত আলোচনাক্রমে নিষ্পত্তি করিবে।

৪১। অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যাংকে জমাদান।- (১) কর্তৃপক্ষের নিজ তহবিলে সংরক্ষিত সকল অর্থ এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদিত যে কোন এক বা একাধিক তফসিলভূক্ত ব্যাংকে গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

(২) এই ধারায় 'তফসিলি ব্যাংক' বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O 127 of 1972) এর article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Schedule Bank কে বুঝাইবে।

৪২। চেক মারফত অর্থ পরিশোধ।- চেক ব্যতিত অন্য কোন উপায়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন টাকা পরিশোধ করা যাইবে না।

৪৩। চেকে স্বাক্ষর।- সকল চেকে অবশ্যই চেয়ারম্যান এবং কর্তৃপক্ষের সচিব স্বাক্ষর করিবেন। চেয়ারম্যান কিংবা সচিব যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন সার্বক্ষণিক সদস্য স্বাক্ষর করিবেন।

হিসাব

৪৪। হিসাব পরিচালনা।- কর্তৃপক্ষ পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক হিসাব বইসমূহ নির্ধারিত ছকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। কমপক্ষে একটি মূলধন খাত ও একটি রাজস্ব খাত রাখিতে হইবে। মূলধন খাতে আলাদা আলাদাভাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যেকটি উন্নয়ন এবং আবাসিক ও অন্যান্য প্রকল্পসমূহের জন্য ব্যয়িত খরচের হিসাব রাখিতে হইবে।

৪৫। রাজস্ব খাত হইতে মূলধন খাতে অগ্রিম প্রদান।- কর্তৃপক্ষ রাজস্ব খাত হইতে মূলধন খাতে যে কোন অংকের অর্থ হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৪৬। মূলধন খাত হইতে রাজস্ব খাতে অগ্রিম প্রদান।- মূলধন খাত হইতে আর্থিক বৎসরের শেষে অগ্রিমের মাধ্যমে রাজস্ব খাতের যে কোন ঘাটতি পূরণ করা যাইবে।

৪৭। বার্ষিক রিপোর্ট, রিটার্ন ও হিসাবের সংক্ষিপ্ত সার দাখিলকরণ । - (১) প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের আর্থিক সময় অতিবাহিত হওয়ার প্রাক্কালে কর্তৃপক্ষ সরকার সমীপে হিসাবের প্রাপ্তি ও ব্যয় সম্বলিত সার-সংক্ষেপ পেশ করিবে।

(২) প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্তির তিন মাস অথবা সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মধ্যে কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট ঐ অর্থ বৎসরের মধ্যে সম্পাদিত কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপের একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

৪৮। কর্তৃপক্ষের বকেয়া আদায়।- কোন ব্যক্তির উপর ধার্যকৃত কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য অর্থ 'Public demand' হিসাবে `The Public Demand Recovery Act, 1913 (Act- of 1913) আওতায় আদায়যোগ্য হইবে। অর্থ ঋন আদালতের মাধ্যমে ও বকেয়া আদায় করা যাইবে ??

৪৯। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।- (১) (১) কর্তৃপক্ষ, যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ এবং হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি কর্তৃপক্ষ ও সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবছর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P. O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) এ সংজ্ঞায়িত 'chartered accountant' দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক 'chartered accountant' নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত 'chartered accountant' কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক প্রাপ্য হইবেন।

(৬) কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগকৃত 'chartered accountant' কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য বা কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পরিবেন;

(৭) এই ধারার বিধানাবলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফাইনানসিয়াল রির্পোট, আইন ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নম্বর আইন) এর বিধানবলি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হইবে।

৫০। অডিটর কর্তৃক প্রণিত রিপোর্ট প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ।- চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য ইহার পরবর্তী সভায় অডিটর কর্তৃক প্রণিত রিপোর্ট উপস্থাপন করিবেন এবং প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৫১। একাউন্টস এর সার-সংক্ষেপ ছাপানো ও প্রেরণ।- উক্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব সময়ে কর্তৃপক্ষ একাউন্টস সম্পর্কিত সার-সাংক্ষেপ প্রস্তুত করিবে এবং ঐ সার-সংক্ষেপের একটি কপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ভূমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর

৫২। ভূমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর।- (১) কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে যে কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি অথবা ভূমি সংশ্লিষ্ট স্বার্থ ক্রয়, লিজ, বিনিময় অথবা অন্য কোনভাবে অর্জন করিতে পারিবে এবং এইরূপ ভূমি কিংবা ভূমির স্বার্থ বিক্রয়, লিজ, বিনিময় অথবা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ভূমি বা ভূমি সংশ্লিষ্ট স্বার্থ অর্জন করিবার প্রয়োজন হইলে উহা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহা Aquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) বা এতদসংক্রান্ত প্রচলিত আইনের বিধান মোতাবেক হুকুম দখল বা অধিগ্রহণ করা যাইবে।

৫৩। চুক্তি মারফত ভূমি অর্জন।- কর্তৃপক্ষ যাহা অর্জন করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সেই ধরনের যে কোন জমি বা ঐ ধরনের জমির স্বত্ব-স্বার্থ, ক্রয়, ইজারা অথবা এওয়াজ বদলের মাধ্যমে অর্জন করার জন্য জমির মালিকের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে।

উৎকর্ষসাধন ফি

৫৪। উন্নয়ন কর ধার্যের ক্ষমতা।- (১) কর্তৃপক্ষ তদকর্তৃক গৃহিত কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে উক্ত এলাকার কোন ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বা পাইবে বলিয়া মনে করিলে উক্ত ভূমির মালিক বা ভূমির স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এমন ব্যক্তিবর্গের উপর ভূমির মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে উন্নয়ন কর ধার্য করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত উন্নয়ন কর বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য, নির্ধারণ ও আদায় করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিধিসমূহ

৫৫। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ণ করিতে পারিবে।

৫৬। জনসাধারণ্যে প্রচারার্থে বিধি প্রকাশনা।- যখন ৫৫ ধারা মোতাবেক কোন বিধি প্রণীত হয়, তখন ইহা প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইতে হইবে এবং এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি বিধিটি যথাযথভাবে প্রণীত হওয়ার স্বপক্ষে চুড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে।

৫৭। প্রবিধান প্রণয়নের জন্য কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান।- কর্তৃপক্ষ অত্র আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনে এই আইনের বিধানের অথবা ইহার বিধানানুযায়ী প্রণীত কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এমন প্রবিধান, সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণপূর্বক প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫৮। প্রবিধান বাতিল করার সরকারি ক্ষমতা।- সরকার যে কোন সময়ে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত যে কোন প্রবিধান বাতিল করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়
জরিমানা, অপরাধের আমলযোগ্যতা, বিচার, ইত্যাদি

৫৯। প্রশাসনিক জরিমানা, চার্জ, ফি, ইত্যাদি আদায়।- এই আইন বা বিধিমালা বা প্রবিধানমালার অধীন পরিশোধযোগ্য প্রশাসনিক জরিমানা, চার্জ, ফি বা অনুরূপ দাবী Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1913) এর অধীন Public Demands বা সরকারি দাবি হিসাবে উক্ত ব্যক্তি বা তাহার উত্তরাধীকারীদের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা হইবে।

৬০। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার।- (১) এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তি আদালতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে এবং আদালত উক্ত অভিযোগ আমলে গ্রহণ করিবে।

(২) ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কতৃর্ক বিচার্য হইবে।

৬১। অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা।-এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable) এবং জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

৬২। অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা।- ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনে অনুমোদিত যে কোন দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৬৩। মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার।- এই আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৬৮, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫ ও ৭৭ এর অধীন অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত করিয়া বিচার করা যাইবে।

৬৪। কোম্পানি/ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/অংশীদারী প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।- কোন কোম্পানি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/অংশীদারী প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/অংশীদারী প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি এইরূপ প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ক্ষতিপূরণ

৬৫। ক্ষতিপূরণ পরিশোধের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সাধারণ ক্ষমতা।- অত্র আইনের বা ইহার আওতায় প্রণিত যে কোন রুল বা বিধির বা অনুমোদিত প্রকল্পে কর্তৃপক্ষ বা চেয়ারম্যান বা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রদত্ত যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে অত্র আইনে বিশদভাবে বা ভিন্নভাবে বর্ণিত না থাকিলে কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারিবে।

৬৬। অপরাধী কর্তৃক সংঘটিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ পরিশোধ।- (১) যদি অত্র আইনের বা ইহার আওতায় প্রণিত যে কোন রুল বা বিধির বিপক্ষে কৃত কোন কার্য বা ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটন করিলে এবং ঐ ব্যক্তির সেই একই কার্য বা ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুন কর্তৃপক্ষের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি অন্য যে কোন শাস্তি প্রদানযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উপরে উল্লেখিত ক্ষতিসাধনের জন্য ঐ ব্যক্তি কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করিবেন।

(২) ম্যাজিস্ট্রেট যিনি ঐ ব্যক্তিকে দোষী প্রতিপাদন করিবেন, সেই ম্যাজিস্ট্রেটই প্রচলিত বিধি-বিধান ও আইনের আলোকে ঐ ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধতব্য ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন।

(৩) এই ধারায় প্রাপ্য যে কোন ক্ষতিপূরণ বাবত প্রাপ্য পরিশোধ না করিলে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জারিকৃত একটি ওয়ারেন্ট মূলে ঐ অপরিশোধকৃত ক্ষতিপূরণের টাকাসমূহের সমপরিমাণ টাকা ঐ ব্যক্তিকে জরিমানাস্বরূপ আরোপ করত আদায় করিতে পারিবেন।

নবম অধ্যায়

দন্ডসমূহ

৬৭। শেয়ার বা স্বত্ব বা দখলে বিধি-নিষেধ।- (১) চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃপক্ষের কোন পদে বহাল থাকাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য বা কোন লেনদেন বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন শেয়ার বা স্বত্ব বা দখল করিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন শেয়ার বা স্বত্ব বা দখল করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬৮। রাস্তা হইতে সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি অপসারণ সম্পর্কিত দন্ড।- কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতে সংগৃহিত আইনগত অনুমতি ব্যতিত-

(ক) কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সীমানা প্রাচীর, দেওয়াল, সীমানা খুঁটি ইত্যাদি অপসারণ করেন বা কোন বাতি অপসারণ করেন, অথবা-

(খ) উপরোক্ত ব্যাপারে কোন প্রদত্ত আদেশ লংঘন করেন বা কোন গ্রথিত ডান্ডা শিকল বা খুঁটি অপসারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা প্রদানের শাস্তি দেওয়া যাইবে।

৬৯। যে সমস্ত স্থাপনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সেগুলি অপসারণ করিতে অপারগতার জন্য দন্ড।- যদি কোন দেওয়াল অথবা দালানের মালিক উক্ত দেওয়াল বা দালানের জন্য কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করত-

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত নোটিশের মর্মানুযায়ী যখনই ঐ সব দেওয়াল বা দালান অথবা ঐ গুলির বিশেষ কোন অংশ অপসারণ করিতে;

(খ) ঐ সব দেওয়াল বা দালান বা ঐ গুলির অংশবিশেষ অপসারণের জন্য, পূর্বোক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানকে লিখিত অনুমতিপত্র মারফত ক্ষমতা প্রদান করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হন, তবে তিনি কাঁচা ঘরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং পাকা দেওয়াল বা দালানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানায় দন্ডিত হইবেন।

৭০। এই আইনের ১৩ ধারা লংঘনপূর্বক মাস্টারপ্ল্যানের জমি ব্যবহারের দন্ড।- ১৩ ধারা লংঘন করত কোন ব্যক্তি মাস্টারপ্ল্যানের অন্তর্ভূক্ত কোন জমি ব্যবহার করিলে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের ধারা অনুযায়ী তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকার জরিমানায় দন্ডিত হইবেন।

৭১। বে-আইনি নির্মাণ অপসারণ।- (১) আদালত কোন ব্যক্তিকে ৭৭ ধারা বা ৭৮ ধারায় অপরাধী সাব্যস্ত করিলে আদালত ঐ ব্যক্তিকে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ সব বে-আইনি নির্মাণ অপসারণের আদেশ দিবেন।

(২) যদি ঐ ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে বে-আইনি নির্মাণ অপসারণে অপারগ হন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষের পক্ষে তাহা অপসারণ করা আইনানুগ হইবে এবং ঐ অপসারণ কর্মকান্ডের জন্য ব্যয়িত অর্থ 'পাবলিক ডিমান্ড' হিসাবে ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

৭২। চিহ্ন অপসারণ করিলে বা ঠিকাদারকে বাধা প্রদান করিলে তজ্জন্য দন্ড।- যদি কোন ব্যক্তি-

(ক) চেয়ারম্যান অত্র কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোন ব্যক্তির সহিত কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে এই আইনের বলে বা উহার অধীনে প্রণীত যে কোন বিধি মোতাবেক উক্ত চুক্তি সম্পাদন বা বাস্তবায়নকালে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের সময়ে অথবা উক্ত চুক্তিগ্রহিতাকে যে কাজের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বা ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা নিষ্পন্ন করার সময়ে যদি কোন বাধার সৃষ্টি করেন বা চুক্তিগ্রহিতাকে উৎপীড়ন করেন, অথবা-

(খ) অত্র আইনের বলে বা উহার অধিনে প্রণিত যে কোন বিধির অনুবলে গৃহিত বা অনুমোদিত কোন প্রকল্পের কোন কার্য সম্পাদনার্থে প্রয়োজনীয় কোন নির্দেশক বা লেভেল স্থির করার জন্য স্থাপিত মার্কা অপসারণ করেন, তবে ঐ ব্যক্তিকে বাংলাদেশ দন্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা সর্বোচ্চ দুইমাস মেয়াদের কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবেন।

৭৩। ইমারত নির্মাণ, জলাধার খনন, পাহাড় বা টিলা কাটা, ইত্যাদি বিষয়ে বিধি-নিষেধ।- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর, কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার মধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, পুকুর বা জলাধার খনন, জলাধার হইতে বালি উত্তোলন বা পুনঃখনন কিংবা পাহাড় বা টিলা কাটা যাইবে না।

(২) Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর বিধান অনুযায়ী কোন ইমারত বা অন্য কোন প্রকার স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ বা জলাধার খননের জন্য প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে এবং ফিসহ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং এইরূপ আবেদন পাইবার পর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মহাপরিকল্পনার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, ইমারত বা স্থাপনা নির্মাণ, পুকুর বা জলাধার খনন বা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল শর্তে উপ-ধারা (২) এর অধীন অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল উহা প্রতিপালন করা হয় নাই বা ভঙ্গ করা হইয়াছে বা ভঙ্গ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা হইল তিনি উক্ত অনুমতি বাতিল করিতে পরিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ইমারত বা স্থাপনার সাধারণ মেরামত কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩১ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন ঘোষিত পর্যটন সংরক্ষিত এলাকায় পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া যে কোন ধরনের ইমারত বা স্থাপনা নির্মাণ বা জলাধার খননের জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, পর্যটন এলাকায় মহা-পরিকল্পনা বা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সহিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে উহা ধারা ৮৪ এর বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৬) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৭৪। নির্মাণধীন ভবন, জলাধার খনন, পাহাড় কাটা, ইত্যাদি স্থগিতকরণ বা বন্ধ বা অপসারণ।- (১) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে, প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্মাণাধীন কোন ইমারতের নির্মাণ কাজ স্থগিত বা খননাধীন কোনা জলাশয়ের খনন কাজ স্থগিত বা বন্ধ করিবার বা টিলা কাটার কাজ স্থগিত বা বন্ধ, বা কোন নির্মাণাধীন স্থাপনা অপসারণ করিবার জন্য উহার মালিককে নির্দেশ প্রদান করতে পারিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৭৫। অননুমোদিত ইমারতে বসবাসরতদের উচ্ছেদ।- (১) ধারা ৭৪ এর অধীন নির্মাণাধীন কোন ইমারতের মালিকক নোটিশ প্রদান করা হইলে, উক্ত ইমারতের মালিক নন এমন কোন ব্যক্তি সেখানে বসবাস করিলে, তাহাকেও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ইমারত ত্যাগ করিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ প্রদানের পর, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, কোনো বসবাসকারী ইমারত ত্যাগ না করিল ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়, উক্ত বসবাসকারীক উচ্ছেদ করিতে পারিবেন।

৭৬। কতিপয় ইমারত ও জলাশয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা।- এই আইনের ধারা ৭৪ ও ৭৫ এর বিধানসমূহ সরকারি মালিকানাধীন ইমারত এবং জলাশয় এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৭৭। নীচু ভূমি ভরাট, পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্থ, ইত্যাদি।- (১) অন্য কোনো আইন বা আইনগত দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের আওতাধীন কোন এলাকার নিচু ভূমি ভরাট বা উঁচু করা বা অন্য কোনা উপায়ে যে কোন নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, পুকুর, ডোবা, কৃত্রিম জলাধার, ইত্যাদির পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, সংশোধন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৭৮। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা পৌরসভা কর্তৃক ইমারত নির্মাণের অনুমতি প্রদান নিষিদ্ধ।- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর, কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিত কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা পৌরসভা এই আইনের আওতাধীন বিষয়সমূহ যেমন, কোন ইমারত নির্মাণের নক্সা অনুমোদন, জলাধার খনন বা পুনঃখননের অনুমতি বা অনুরূপ কোন বিষয়ে অনুমোদন বা অনুমতি প্রদান করিবে না।

(২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন ইমারত নির্মাণ বা জলাধার খননের অনুমতি প্রদান করিলে তাহাকে উক্ত ইমারত বা জলাধারের নক্সাসহ তাহার স্বাক্ষরে উক্ত অনুমতি পত্রের একটি কপি ইমারত বা জলাধার যে এলাকায় অবস্থিত উক্ত এলাকার মেয়র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পর, কর্তৃপক্ষ ব্যতিত অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর ব্যত্যয় ঘটাইয়া কোন নির্মাণ কাজ বা খননের অনুমতি প্রদান করা হইল উহা বে-আইনি ও ক্ষমতা বহির্ভূত হিসাবে গণ্য হইবে অথবা অনুরূপ অনুমতির মাধ্যমে কৃত কার্যক্রম অকার্যকর ও অননুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **"পৌরসভা"** অর্থে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) এর ধারা ২(৪৩) অনুসারে গঠিত কক্সবাজার পৌরসভাসহ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার অন্যান্য পৌরসভা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭৯। কর্তৃপক্ষের কার্যসম্পাদনকালে নিরাপত্তা বেষ্টনী, ইত্যাদি অপসারণ নিষিদ্ধ।- (১) আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতীত, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, বা উহার নির্দেশনা অনুসারে, কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় কোন কার্য সম্পাদনের সময় স্থাপিত কোন নিরাপত্তা বেষ্টনী বা তীরবর্তী খুঁটি বা গ্রোথিত কোন বার বা চেইন বা পোস্ট বা অনুরূপ কোন কিছু অপসারণ বা কোন বাতি সরাইয়া লওয়া বা নিভাইয়া ফেলা যাইবে না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৮০। কর্তৃপক্ষের কার্য সম্পাদনে বাধা প্রদান বা চিহ্ন অপসারণ নিষিদ্ধ।- (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধি অনুসারে কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধিভুক্ত বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ বা নির্দেশিত হইয়া কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা কোম্পানী কর্তৃক দায়িত্ব পালনে বা কার্য সম্পাদনে বাধা প্রদান বা বিঘ্ন ঘটানো অথবা কোন কার্য সম্পাদনের জন্য আবশ্যক কোন লেবেল বা নির্দেশনার জন্য স্থাপিত কোন চিহ্ন অপসারণ করা যাইবে না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৮১। ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা।- এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিপরীতে ক্ষতিপূরণের দাবী উত্থাপন করা যাইবে না।

৮২। দেওয়ানী **আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত।-** এই আইনের অধীন কৃত বা কৃত বলিয়া বিবেচিত কোন কার্য, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি আদালতে কোন প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

দশম অধ্যায়
বিবিধ

৮৩। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।- এই আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৬ ও তৎপরবর্তি সংশোধনি এবং জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ ও তৎপরবর্তি সংশোধনির বিধান সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করিতে পারিবে।

৮৪। মতবিরোধ নিষ্পত্তি।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় মহাপরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প বা অন্তর্বর্তীকালীন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা কোন কার্যক্রমের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে কর্তৃপক্ষ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে অনতিবিলম্বে উহা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে আপোষ মিমাংসা না হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত বিরোধের বিষয়টি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং সরকার উক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, এর সহিত পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে আপোষ মিমাংসা না হইলে, সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৫(৬) এর অধীন প্রণীত Rules of Business, 1996 এ বর্ণিত বিধান অনুসারে উহা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করিবে এবং উক্তরূপে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮৫। রহিত ও হেফাজত।- (১) The Chittagong Development Authority Ordinance, 1959, Ordinance No. LI of 1959 এবং তৎপরবর্তী সংশোধনিসমূহ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ স্বর্ত্বেও উক্ত Ordinance এর অধীন গঠিত Authority এই আইনের অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উক্ত Ordinance রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত Ordinance এর অধীন গঠিত Authority এর-

(ক) সকল সম্পদ, অধিকার ও স্বার্থ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং সিকিউরিটিসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, অন্য সকল দাবি ও অধিকার, সকল হিসাববহি রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং অন্যান্য দলিলপত্র অত্র আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার উপর ন্যস্ত হইবে।

(খ) অর্ডিন্যান্সের অধীনে গঠিত অথরিটির সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে অত্র আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) অডিন্যান্সের অধিনে গঠিত অথরিটির বিরুদ্ধে বা তৎ কর্তৃক দায়েরকৃত সকল মামলা বা সূচিত অন্যকোন আইনগত কার্যধারা অত্র আইনের অধিন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) কোন চুক্তি, দলিল বা চাকুরির শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন অর্ডিন্যান্সের অধীনে গঠিত অথরিটির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অত্র আইনের অধিন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং এ আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তাধীনে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সে একই শর্তে কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।

(৪) উক্ত অর্ডিন্যান্স রহিত হওয়া সত্ত্বে ও উহার অধিনে প্রণিত কোন বিধি বা প্রবিধান, জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, প্রণিত সকল পরিকল্পনা বা কার্যক্রম, প্রকল্প, স্কিম, অনুমোদিত বাজেট এবং কৃত সকল কার্যক্রম উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে এবং এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন, প্রণিত, জারিকৃত, প্রদত্ত, অনুমোদিত এবং কৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীনে রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।